যায়যায়দিন

তারিখ ... 27 FEB 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ২ ...

উপাচার্যসহ রাবির তিন শীর্ষপদ শূন্য

রাবি প্রতিনিধি

উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের বিদায়ে ঐতিহ্য হয়ে পড়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি)। সোমবার একসঙ্গে শীর্ষ তিনশিক্ষক-কর্মকর্তার বিদায়ে অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এতে স্থবিরতা নেমে এসেছে সর্বত্র। মঙ্গলবার বিদায়ী এ শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে আসেননি। এদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কোনো নির্দেশনা না আসায় বস্তুত অভিভাবকহীনই থাকে এ বিশ্ববিদ্যালয়। একই সঙ্গে নতুন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ আসার খবরে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে একপ্রকার বদলি আতঙ্কও বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

এদিকে রাষ্ট্রপ্রতি কার্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বুধবার যেকোনো সময় নতুন আদেশে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন ৭৩ অ্যাক্টের ১১ ধারার

শূন্য : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

শূন্য : উপাচার্যসহ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

'ক' উপধারা অনুযায়ী ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সরকার রাবির তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুস সোবহানকে উপাচার্য, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নূরুন্নাহারকে উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আব্দুর রহমানকে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর থেকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন তারা। মেয়াদের শেষ সময়ে এসে নানা ইস্যুতে প্রচণ্ড অস্বস্তি তোপের মুখে পড়েন সদ্য বিদায়ী উপাচার্য আব্দুস সোবহান ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক নূরুন্নাহার।

সোমবার তাদের সে মেয়াদ শেষ হয় এবং তারা বিদায় নেন। এরপর প্রশাসনের শীর্ষ এই তিন পদে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নানা অসুবিধা তৈরি হচ্ছে। অভিভাবকহীন এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা মীমাংসে সামাল দেবে এ শঙ্কায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা। বিশেষত দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াত-শিবির এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাগড়া সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে।